ই-অগ্রণী দর্পণ

৫ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। জানুয়ারী-মার্চ ২০২৩

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation
www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান
ড. জায়েদ বখ্‌ত

পরিচালক
বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন, এনডিসি
মফিজ উদ্দীন আহমেদ
কাশেম হুমায়ূন
কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
খোন্দকার ফজলে রশিদ
তানজিনা ইসমাইল
মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ
মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
মো. মুরশেদুল কবীর

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

প্রধান উপদেষ্টা

মো. মুরশেদুল কবীর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টা

ওয়াহিদা বেগম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আনোয়ারুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

শ্যামল কৃষ্ণ সাহা
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

রেজিনা পারভীন
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মহাব্যবস্থাপকগণ

মো. গোলাম কিবরিয়া
এনামুল মাওলা
মো. সামছুল হক
একেএম শামীম রেজা
শামিম উদ্দিন আহমেদ
মো. ফজলে খোদা
হোসাইন ঈমান আকন্দ
মো. শামছুল আলম
বাহারে আলম
একেএম ফজলুল হক
মো. আবুল বাশার
মো. আশেক এলাহী
মো. নুরুল হুদা
রূবানা পারভীন
মোহাম্মদ ফজলুল করিম
মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম
মো. শাহিনূর রহমান
আবু হাসান তালুকদার
মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী

সম্পাদকীয় পরামর্শক

মো. আমিনুল হক
মহাব্যবস্থাপক
এইচআরপিডিওডি

সম্পাদক

আজগর আলী মোল্লা
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
ফারহানা সুলতানা
শাহনাজ রহমান মুক্তা

প্রকাশনায়: স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩), ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০।
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫, ইমেইল ssc@agranibank.org
www.eagranidarpor.org

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ——— ৫

অগ্রণী পরিক্রমা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক' প্রদান ——— ৬
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ——— ৬
আর্থিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন ——— ৭
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ——— ৭
বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন ——— ৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ——— ৮
মাসিক মুনাফা সঞ্চয় উদ্বোধন ——— ৯
মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ——— ৯

সভা ও সম্মেলন

অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কেলে ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩

কুমিল্লা সার্কেল ——— ১০
ঢাকা সার্কেল-২ ——— ১০
চট্টগ্রামে সার্কেল ——— ১০
ফরিদপুরে সার্কেল ——— ১১
খুলনায় সার্কেল ——— ১১
বরিশালে সার্কেল ——— ১১
ময়মনসিংহ সার্কেল ——— ১২
রাজশাহী সার্কেল ——— ১২
কর্পোরেট শাখা ——— ১৩
সিলেট সার্কেল ——— ১৩
ঢাকা সার্কেল-১ ——— ১৪
রংপুর সার্কেল ——— ১৪

চুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ——— ১৫
বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি ——— ১৫
অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে বিডা'র সেবাচুক্তি ——— ১৬
বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি ——— ১৬

উদ্বোধন

রাজশাহীতে এটিএম বুথ উদ্বোধন ——— ১৭
ব্যাংকের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় স্মার্ট পেমেন্ট সিস্টেম উদ্বোধন ——— ১৭

পুরস্কার

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল অগ্রণী ব্যাংক ——— ১৮

যোগদান

নতুন ডিএমডি ওয়াহিদা বেগম ——— ১৮

ট্রেনিং ও কর্মশালা

৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ——— ১৮

খেলাধুলা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ অনুষ্ঠিত ——— ১৯

কবিতা

ভালোবাসা মানে....: মো. জিয়া উদ্দিন ——— ২০

গল্প

টিসিবি : পার্থ প্রতিম দে ——— ২১
একজন বিবাগী...: টি,আই, এম ফয়সাল ——— ২৫

ফটো গ্যালারি ——— ২৮

সম্পাদকীয়

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বাঙালি জাতি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে প্রমান করেছে বাঙালি জাতি ভীরু নয়, বাঙালি জাতি বীর। তারপরও এই জাতিকে দাবায়ে রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ বাঙালির উপর ঝাপিয়ে পড়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ রুখে দাঁড়ায় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ হতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ধানমন্ডি শাখায় কেক কাটা হয় এবং ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তথাপিও বাংলাদেশের অর্থনীতি আপন শক্তিতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশের ২টি ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি, সিগনেচার ব্যাংককে দেউলিয়া হতে হয়েছে। অথচ অগ্রণী ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের দক্ষ নেতৃত্বে ব্যাংকের সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক" প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৯৬জন শিক্ষার্থীকে পদক প্রদান করা হয়। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় অগ্রণী ব্যাংকেও প্রথমবারের মত ৬মার্চ তারিখে আর্থিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাহকের আমানত সংগ্রহ করা এবং নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্যাংকের প্রধান কাজ। সেই লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রদান ও ঘরে বসে নিরাপদে নিশ্চিত আয় করার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে গত ২২ মার্চ মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প চালু করা হয়।

ব্যাংকের সকল শাখাসমূহের পৃথক পৃথক অর্জনের উপরই নির্ভর করে ঐ ব্যাংকের সামগ্রিক অর্জন। তাইতো অগ্রণী ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে সার্কেলের শাখাসমূহের ব্যবস্থাপকদের নিয়ে পৃথকভাবে ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ আয়োজন করা হয়। জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তায় ৫০০০.০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কীম, ১০ হাজার কোটি টাকা রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল সংগ্রহ, গ্রিন টান্সফরমেশন ফান্ড এর আওতায় ৫হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(বিডা) এর মাধ্যমে ১৫০টি অনলাইন ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালুর বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

জনগণকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখায় এটিএম বুথ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় স্মার্ট পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। সেন্টার ফর নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি কর্তৃক দেশের অন্যতম শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

গত ২৮ মার্চ অগ্রণী ব্যাংকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ওয়াহিদা বেগম। ব্যাক্তি সচেতনতার স্তর উন্নীতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভাল কাজের অনুপ্রেরণার জন্য প্রশিক্ষণ অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। অগ্রণী ব্যাংকও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা আরো উন্নত করার জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যাচ্ছে। খেলাধুলা মেধা ও মননের কাজকে সহজ করে। ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে দুই দিন ব্যাপি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ত্রৈমাসে যেসকল অগ্রণীয়ান পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এবারের সংখ্যায় যারা নতুন লেখা দিয়েছেন তাদের জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। অগ্রণী ব্যাংক ২০২৩ সালে সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে এই প্রত্যাশা রাখছি। এবারের সংখ্যায় যারা সহযোগিতা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক' প্রদান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক' প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় অতিথি এবং কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রথমশ্রেণীসহ প্রথম স্থান অর্জনকারী ৯৬ জন শিক্ষার্থীকে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক' প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃতী এ শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর মো. সুলতান-উল-ইসলাম ও প্রফেসর মো. হুমায়ুন কবীর, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. অবায়দুর রহমান প্রামানিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি বঙ্গবন্ধুর নামে স্বর্ণপদক চালু করায় ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করায় অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর বলেন, প্রায় চার যুগেরও অধিক সময় ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক প্রদান ও বিভিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক। আগামীতেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। উল্লেখ্য ১৯৬৫ সালে অগ্রণী ব্যাংকের পূর্বসূরি তৎকালীন হাবিব ব্যাংক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য 'হাবিব ব্যাংক স্বর্ণ পদক' নামে একটি পদক চালু করে যা ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক নামে প্রদান করা হয়। পরে অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক এর নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক' নামকরণ করা হয়।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকালে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ অন্যান্য নির্বাহী, অফিসার সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, সিবিএ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে অগ্রণী ব্যাংক ভবনের সামনে শহীদ জাফর চত্তরে স্থাপিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও বিকেলে ওয়েবিনারে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালকগণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, নির্বাহীগণ, সার্কেল, অঞ্চল ও শাখা প্রধানগণসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেন। ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ যোহর প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে ভাষা শহীদদের স্মরণে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আর্থিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন

গৌরনদী শাখায় আর্থিক সাক্ষরতা দিবসে গ্রাহকদের একাংশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে প্রতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সোমবার আর্থিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকে প্রথমবারের মত ৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে আর্থিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। এবারের আর্থিক সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি' করা। এছাড়াও জনগনকে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, আর্থিক জালিয়াতি, ভোক্তা সুরক্ষা উন্নতকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এলক্ষ্যে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন সার্কেল, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং শাখাসমূহে সচেতনতামূলক ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকটির ওয়েবসাইটে শুভেচ্ছাবাণী প্রদান করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, "নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, স্কুল শিক্ষার্থীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক পণ্য/সেবা পৌঁছে দেবার মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (২০২০-২০২৪) কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রায়াত্ত অগ্রণী ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ।" এছাড়া সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডান থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, পরিচালক তানজিনা ইসমাইল, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজিনা পারভীন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক তানজিনা ইসমাইল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও পারভীন আকতার। সভাপতিত্ব করেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজিনা পারভীন। এছাড়াও ৬ মার্চ অগ্রণী ব্যাংক ও দুয়ারের সম্মিলিত উদ্যোগে ব্যাংকের নারী এজেন্ট এবং ঋণগ্রহীতা সফল উদ্যোক্তাদের 'অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা' দেওয়া হয়। অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক রুবানা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক তানজিনা ইসমাইল।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্যরা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ১৭ মার্চ সকালে ব্যাংকের ধানমন্ডি শাখায় কেক কাটা হয় এবং পরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক কাশেম হুমায়ূন, খোন্দকার ফজলে রশিদ, তানজিনা ইসমাইল ও মো. শাহাদাত হোসেন এফসিএ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর। পরে তারা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, রেজিনা পারভীন ও পারভীন আকতারসহ মহাব্যবস্থাপকগণ, ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ, অফিসার সমিতি, সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা, ব্যাংক ভবন আলোকসজ্জাকরণ, জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও সকল সার্কেল, অঞ্চল এবং শাখা পর্যায়েও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরসহ অন্যান্যরা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ১৯ মার্চ রবিবার প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এ সময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীগণ, ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প উদ্বোধন

মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত পরিচালকবৃন্দ ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরসহ অন্যান্যরা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রদান ও নিজ নিজ সঞ্চয় থেকে ঘরে বসে নিরাপদে নিশ্চিত আয় করার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। চালুকৃত এ প্রকল্পটি মাস ভিত্তিক মুনাফা প্রদান স্কীম। প্রকল্পটির মুনাফার হার আট (৮%) শতাংশ। ২২ মার্চ ২০২৩ অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, পরিচালক বিশ্বজিৎ ভট্টচার্য খোকন এনডিসি, মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, তানজিনা ইসমাইল, মো. শাহাদাত হোসেন এফসিএ, মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী, পর্যবেক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. জাকির হোসেন চৌধুরীসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। অগ্রণী ব্যাংকের নতুন এ প্রকল্পটি সে লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। এ সময় অন্যান্য বক্তারা ব্যাংকের ঋণ শৃঙ্খলা সুসংগঠিতকরণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি আমানত প্রবৃদ্ধি, পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান উন্নীতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

বাঙালির গৌরবের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৬ মার্চ ২০২৩ সকালে অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এসময় অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, মো. শাহাদাত হোসেন এফসিএ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর, উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকগণ, উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ, অফিসার সমিতি, সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং প্রধান কার্যালয়ের সামনে শহীদ জাফর চত্তরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে অগ্রণী ব্যাংক। পরে বিকেলে ওয়েবিনারের মাধ্যমে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও, পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্যরা

ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে ব্যাংক ভবন আলোকসজ্জাকরণ, জাতীয় পত্রিকায় রঙিন বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সকল সার্কেল, অঞ্চল এবং শাখা পর্যায়েও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কেলে ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩

কুমিল্লা সার্কেল

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের কুমিল্লা সার্কেলের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ মার্চ কুমিল্লার ব্যুরো বাংলাদেশ মিলনায়তনে কুমিল্লা সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। কুমিল্লা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল বাশারের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ সাহাসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অঞ্চল প্রধান এবং ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কুমিল্লা সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মো. মুরশেদুল কবীর এবং মো. আবুল বাশার

ঢাকা সার্কেল-২

ঢাকা সার্কেল-২ এর ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে মো. ফজলে খোদা, পারভীন আকতার, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মো. মুরশেদুল কবীর, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মো. আলতাফ হোসাইন এবং মো. শামছুল আলম

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ঢাকা সার্কেল-২ এর অধীনস্থ শাখা সমূহের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক সম্মেলন অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ মার্চ ঢাকা সার্কেল-২ কর্তৃক আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মো. ফজলে খোদা, ঢাকা সার্কেল-২ এর মহাব্যবস্থাপক। এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও পারভীন আকতারসহ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক, সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, অঞ্চল প্রধান এবং ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাহক সেবার মানউন্নয়ন ও পরিচালন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম সার্কেল

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম সার্কেলের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ মার্চ চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদে চট্টগ্রাম সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর। চট্টগ্রাম সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আবু হাসান তালুকদারের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও শ্যামল কৃষ্ণ সাহাসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয়, চট্টগ্রাম উত্তর, দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চল প্রধান এবং শাখার ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ২০২৩ সালে প্রদেয় ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার সকল সূচকে কাঙ্খিত লক্ষ্য উন্নীত করার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

চট্টগ্রামে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে মো. আবু হাসান তালুকদার, মো. মুরশেদুল কবীর, ড. জায়েদ বখ্‌ত, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, এবং শ্যামল কৃষ্ণ সাহা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ফরিদপুর সার্কেল

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ফরিদপুর সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মলেন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ মার্চ ফরিদপুর সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত ফরিদপুরের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর।

ফরিদপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আমিনুল হকের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও রেজিনা পারভীনসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ওমাদারীপুরের অঞ্চল প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার পাশাপাশি শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দেন।

ফরিদপুরে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে মো. আমিনুল হক, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মো. মুরশেদুল কবীর, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা এবং রেজিনা পারভীন

খুলনা সার্কেল

খুলনায় ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মো. মুরশেদুল কবীর, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা এবং মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী

২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মলেন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ মার্চ খুলনা সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও শ্যামল কৃষ্ণ সাহাসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদাহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়ার অঞ্চল প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন । সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার পাশাপাশি ২০২৩ সালে আমানত বৃদ্ধি, পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা, শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বরিশাল সার্কেল

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের বরিশাল সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মলেন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ মার্চ বরিশাল সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত বরিশাল বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। বরিশাল সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মহাব্যবস্থাপক (এইচআর পিডিওডি) মো. আমিনুল হকসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের অঞ্চল প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার পাশাপাশি আমানত বৃদ্ধি, পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা, শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও সম্মেলনে ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করা হয়।

বরিশালে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে মো. আমিনুল হক, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মো. মুরশেদুল কবীর, এবং মো. গোলাম কিবরিয়া

ময়মনসিংহ সার্কেল

ময়মনসিংহে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে মো. শামছুল আলম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মো. মুরশেদুল কবীর, এবং রুবানা পারভীন

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ময়মনসিংহ সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ মার্চ ময়মনসিংহ সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত সৈয়দ নজরুল ইসলাম কনফারেন্স হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। ময়মনসিংহ সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক রুবানা পারভীনের সভাপতিত্বে এ সময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) মো. শামছুল আলমসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী এবং ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও টাঙ্গাইল এর অঞ্চল প্রধান এবং সার্কেলাধীন সকল শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করেন। একই সাথে ২০২৩ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও আমানত বৃদ্ধি, পরিচালন মুনাফার লক্ষ্য অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রাজশাহী সার্কেল

রাজশাহীতে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মো. মুরশেদুল কবীর, রেজিনা পারভীন এবং মো. সামসুল হক

২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা ও শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের রাজশাহী সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মলেন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ মার্চ রাজশাহী সার্কেল কর্তৃক রাজশাহীতে বিজিবির সীমান্ত অবকাশ মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও রেজিনা পারভীন। সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. সামসুল হক। এসময় সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও নাটোরের অঞ্চল প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করেন এবং ২০২৩ সালের আমানত বৃদ্ধির পাশপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্পোরেট শাখা

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান শাখা, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা ও গুলশান কর্পোরেট শাখার ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ মার্চ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত এ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর। এ সময় তিনি ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা ও শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে কর্পোরেট শাখা প্রধানদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজিনা পারভীন ও পারভীন আকতার, মহাব্যবস্থাপক এনামুল মাওলা, এ কে এম শামীম রেজা, শামিম উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম ফজলুল হক, মো. আমিনুল হক, মো. নুরুল হুদা, রুবানা পারভীন ও মোহাম্মদ ফজলুল করিম, কর্পোরেট শাখা প্রধান, ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির পাশপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে সভায় আলোচনা করা হয়।

সিলেট সার্কেল

সিলেটে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মো. মুরশেদুল কবীর, মো. আশেক এলাহীসহ অন্যান্যরা

২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা ও শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সিলেট সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মলেন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ মার্চ সিলেট সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত সিলেটের সার্কেল সচিবালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর। সিলেট সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আশেক এলাহীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ সাহা। এসময় সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, সিলেট পশ্চিম, সিলেট পূর্ব এবং মৌলভীবাজারের অঞ্চল প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করেন এবং ২০২৩ সালের আমানত বৃদ্ধির পাশপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ঢাকা সার্কেল-১

ঢাকা সার্কেল-১ এর ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে এ কে এম শামীম রেজা, মো. মুরশেদুল কবীর, মো. আনোয়ারুল ইসলাম

২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা ও শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ঢাকা সার্কেল-১ এর ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ মার্চ ঢাকা সার্কেল-১ কর্তৃক আয়োজিত অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর। ঢাকা সার্কেল-১ এর মহাব্যবস্থাপক এ কে এম শামীম রেজার সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম। এসময় সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, কর্পোরেট শাখা প্রধান, ঢাকা উত্তর, ঢাকা পশ্চিম, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জের অঞ্চল প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর আমানত বৃদ্ধির পাশপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

রংপুর সার্কেল

রংপুরে ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাম থেকে বাহারে আলম, মো. মুরশেদুল কবীর,
ড. জায়েদ বখ্‌ত এবং মো. আনোয়ারুল ইসলাম

২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের রংপুর সার্কেলের ব্যবস্থাপক সম্মলেন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ মার্চ রংপুর সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত রংপুরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর। রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলমের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলামসহ সার্কেলাধীন সকল নির্বাহী, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধার অঞ্চল প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ২০২৩ সালে প্রদেয় ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সকল সূচক উন্নীত করা ও খেলাপি ঋণ আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোঃ মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের ২০২২ সালে অর্জিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার পাশাপাশি আমানত বৃদ্ধি, পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করা, শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস এবং নতুন করে কোন ঋণ যাতে শ্রেণীকৃত না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর করছেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর,বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর-৩ এ. কে. এম সাজেদুর রহমান খান

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়। উক্ত স্কীমের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৮/০১/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এর উপস্থিতিতে চুক্তিপত্রসমূহ ৫০টি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীগণের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত চুক্তিপত্রসমূহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষে ডেপুটি গভর্নর-৩ এ. কে. এম সাজেদুর রহমান খান, নির্বাহী পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং কৃষি ঋণ বিভাগের পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. সোলায়মান মোল্লা।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল সংগ্রহে অগ্রণী ব্যাংকসহ ৪৯টি ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এ উপলক্ষে ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম মিলনায়তনে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলামের কাছে চুক্তির কপি হস্তান্তর করেন। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মো. নাছের, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক রূবানা পারভীনসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে বিডা'র সেবাচুক্তি

অগ্রণী ব্যাংকের সাথে বিডার সেবাচুক্তি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং অন্যান্যরা

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সেবা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিডার মাধ্যমে ১৫০ টি সেবা চালুর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকে এক অনুষ্ঠানে সমঝোতা স্মারক সই করেছে অগ্রণী ব্যাংক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. আশেক এলাহী, উপমহাব্যবস্থাপক মুহ. আফজাল হোসেনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ চুক্তির আওতায় অগ্রণী ব্যাংক অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনলাইনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)- এর আওতায় দেশের রপ্তানি ও উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৫ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৬ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের কপি অগ্রণী ব্যাংকের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজি সাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক খুরশিদ আলম, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলী এবং অগ্রণী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার রুবানা পারভীনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

রাজশাহীতে এটিএম বুথ উদ্বোধন

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখায় এটিএম বুথ উদ্বোধন করছেন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

অগ্রণী ব্যাংকের রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখায় এটিএম বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংক ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে এটিএম বুথ বিশেষ অবদান রাখবে। দেশ ও জাতির সেবায় অগ্রণী ব্যাংক অতীতের চেয়ে আরও বেশি ভূমিকা পালন করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। এসময় রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. সামছুল হক, উপমহাব্যবস্থাপক বাবুল মুহরী, রাজশাহী অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান মো. আব্দুল মজিদ, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখার ব্যবস্থাপক মো. হাতেম আলীসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় স্মার্ট পেমেন্ট সিস্টেম উদ্বোধন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় স্মার্ট পেমেন্ট সিস্টেম অ্যাপসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন ও অন্যান্য ফি অনলাইনে স্মার্ট পেমেন্ট সিস্টেম অ্যাপস এর মাধ্যমে জমা কার্যক্রম চালু হয়েছে। ৫ মার্চ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দিন আহমেদ। অগ্রণী ব্যাংকের খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল, যুগ্মসচিব বদরে মুনীর ফেরদৌস ও আজিমুদ্দিন বিশ্বাস, উপসচিব এ বি এম রওশন কবির, মিনাক্ষী বর্মন ও ফরিদা ইয়াসমিন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব শিহাব উদ্দীন আহমেদ। বক্তারা এই অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি জমাদান প্রক্রিয়ার ভুয়সী প্রশংসা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অগ্রণী ব্যাংক তার নামের স্বার্থকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল অগ্রণী ব্যাংক

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

দেশের অন্যতম শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক হিসেবে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ২৩ জানুয়ারি হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (এনআরবি) আয়োজিত 'ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ বিয়ন্ড বাংলাদেশ' সম্মেলন ও রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের হাতে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি'র চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন ওয়ারদিং কাউন্সিলের মেয়র হেনা চৌধুরী, লন্ডন বাকিং এন্ড ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র ফারুক চৌধুরী, সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক, সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান আওরঙ্গজেব চৌধুরী, সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, সাবেক বিচারপতি আবু তারিক, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার মো. মইনুল ইসলাম, সাবেক রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ চৌধুরী ও নাসিম ফেরদৌস প্রমুখ।

নতুন ডিএমডি ওয়াহিদা বেগম

নিয়োগদান

ওয়াহিদা বেগম

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে ২৮ মার্চ যোগদান করেছেন ওয়াহিদা বেগম। ২৭ মার্চ ২০২৩ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে অগ্রণী ব্যাংকে তাকে পদায়ন করা হয়। যোগদান পূর্বে তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ওয়াহিদা বেগম ১৯৯৮ সালে সিনিয়র অফিসার (প্রবেশনারী) হিসেবে রূপালী ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক, জোনাল ম্যানেজার, বিভাগীয় প্রধান, রূপালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সিইও হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার মরহুম আবদুল ওহাব ভূঁইয়া ও নুরজাহান বেগমের কন্যা ওয়াহিদা বেগম ১৯৭৪ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মালয়েশিয়া, দুবাই এ ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ১২ ফেব্রুয়ারি ডেভেলপমেন্ট অব লিডারশীপ কোয়ালিটি অব ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনের পাশাপাশি ট্রেনিং সেশন পরিচালনা করেন। এসময় তিনি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকিং সেক্টরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মহাব্যবস্থাপক মো. আমিনুল হক। সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক ও এবিটিআই-এর পরিচালক সুপ্রভা সাঈদ। কর্মশালায় অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করছেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ অনুষ্ঠিত

ছবিতে বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত পরিচালকবৃন্দ, এমডি এবং সিইও মহোদয়

রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ মোহাম্মদপুরস্থ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এসময় পরিচালক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন এনডিসি, মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, তানজিনা ইসমাইল, মো. শাহদাত হোসেন এফসিএ, মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরসহ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক-গণ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রতিযোগিতায় অগ্রণী ব্যাংকের সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ মার্চপাস্ট, লং জাম্প, দৌড়, হাই জাম্প, রিলে দৌড়, সাইকেল রেস, পিলো পাসিং, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, নিজের হাঁড়ি বাঁচিয়ে অন্যের হাঁড়ি ভাঙ্গা, মিউজিক্যাল চেয়ারসহ মোট ৫৯টি খেলায় অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং সদস্য সচিব ও মহাব্যবস্থাপক মো. আমিনুল হকের তত্ত্বাবধানে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক প্রতিযোগিতা শেষে বিকালে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংকও সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন বিশ্বব্যাপী আনন্দের আধার হলো খেলাধুলা। এই খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আহরিত এই আনন্দকে কর্মজীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবো।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবারই প্রথম স্থিরচিত্রগ্রহণের পাশাপাশি ভিডিওধারণ করা হয়েছে। চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজ করেছেন মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান এবং গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন মো. মাহমুদুল হক। সমগ্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টকে সংকলিত করে ৮.৪৪ মিনিটের একটি ডকুমেন্টরি তৈরি করেছেন মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান।

কবিতা

ভালোবাসা মানে....

মো. জিয়া উদ্দিন

ভালোবাসা মানে আমি তুমি আমরা মিলে সবাই,
ভালোবাসা মানে রঙিন ঘুড়ি খোকার হাতে নাটাই।

ভালোবাসা মানে জোৎস্না রাতে চাঁদ দেখা শুধু নয়,
ভালোবাসা মানে প্রিয়মুখগুলো চোখ জুড়ে ভেসে রয়।

ভালোবাসা মানে বিকেল বেলায় মন খারাপ শুধু নয়,
ভালোবাসা মানে বন্ধুর আড্ডায় মনটা পরে রয়।

ভালোবাসা মানে একা একা লাল নীল রঙ শুধু নয়,
ভালোবাসা মানে সবার ভীড়ে মনটা রঙিন রয়।

ভালোবাসা মানে একা একা স্বার্থপরতা শুধু নয়,
ভালোবাসা মানে প্রত্যেকের তরে মনটা জেগে রয়।

ভালোবাসামানে স্বপ্ন পূরণে প্রাণপণ ছুটে চলা,
ভালোবাসা মানে সবাই মিলে একসাথে বেঁচে থাকা।

সিনিয়র অফিসার (অডিটর)
অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (ইন্টারনাল)
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

টিসিবি

পার্থ প্রতিম দে

সকালটা বেশ বেরসিক। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই গা'টা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে। খুব শীঘ্রই যে শীতের আগমন হবে ভোররাতের ঠান্ডায় বেশ বোঝা যায়। ঢাকায় অবশ্য এসব বোঝাই যায় না; নিরেট দালানের ফাঁক গলে উত্তরি হাওয়ারা পথ ভুলে যায়। রাউজানে যেখানে ঘাসের ডগায় শিশির জমতে শুরু করেছে সেখানে ঢাকায় রোদের তীব্রতায় ঘাস মাথা নুয়ে থাকে। অনেকদিন পর গ্রামে এসে ভালোই লাগছে; ওই হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনে শরীরের যে এক আধটু রি রি অবস্থা সেটা বাদ দিলে বাকি সবই ঠিকঠাকই চলছে। কতোদিন গ্রামের মেঠো রাস্তায় খালি পায়ে চলা হয় না; ঠিক করলাম হালকা নাস্তা পানি খেয়ে জাল নিয়ে বের হয়ে পড়বো। কলেজে পড়ার সময়ে বর্ষার এমন কোনো দিন ছিলোনা যেদিন জাল-টুকরি নিয়ে বের না হয়েছি। এখন সেই বর্ষার দিনই বা কই আর না আছে মাছ ধরবার সময়। মনে মনেই একটা আত্মিক হাহাকার নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে যাবো এমন সময়ই নিতাইয়ের হাঁক শুনে একটু অবাক হলাম।

- জয়ন্ত- ও জয়ন্ত;

নিতাইয়ের ডাকে ঘরের বাইরে এলাম। চট্টগ্রামে আসলে ওর সাথেই মূলত চাঁটগাইয়া ভাষায় কথা বলি; তবে সবসময় না..

- কিরে নিত্যা, ক্যান আছস ওডা? হাত্তুন উনিলি?
- কেওত্তুন উনন ক্যা পড়ের; তুই আইলি তোর গন্ধ আঁর বাড়িত যায়গুই...

বলেই হো হো করে হেসে উঠলো নিতাই। ও আমার জন্মকালীন বন্ধু! আমার থেকে তিনদিনের বড়। ছোটবেলার খেলার সাথী, মারামারির সাথী, রাগ-অভিমানের সাথী। পড়ালেখায় খুব একটা মনযোগী না হওয়ায় বেশিদূর আগাতে পারেনি। এখন গ্রামেই থাকে। অবশ্য এখন আমার মনে হয় আমার চেয়ে সেই বেশি সুখী। পরিবার পরিজন, বাবা-মা, বউ-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে থাকে; সুখে দুঃখে সবাইকে কাছে পায়। এলাকাতেই বেশ কিছু কৃষি প্রোজেক্ট করে এরমধ্যেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সারাদিন ছোটাছুটি। এই নিতাই আর ছোট্টবেলার নিতাইয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। তবুও আমি আসতেই নিজেকে সব ব্যস্ততা থেকে গুটিয়ে নেয়। শতভাগ সময় আমার পিছনে। মাঝে মাঝে বউদিও ইয়ার্কি করে বলেন,'জয়দা ভাগ্যিস তুমি মেয়ে নও;'

আমি হেসে জিজ্ঞেস করি, 'এমন বললে কেন বউদি!'

বউদি ঘোমটা টেনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে যায়; 'না হলে যে আমার কপাল পুড়তো..'

বউদিকে দেখলে বোঝা যায় না গ্রামের বউ। এতো উন্নত চিন্তা চেতনা সচরাচর গ্রামীন বউদের মাঝে পাওয়া যায় না। বিয়ের পর পল্লী বধূর সংসার-বাচ্চা সামলাতে সামলাতে বিয়ের আগে যতটুকু জ্ঞান গরিমা থাকে তাও হারিয়ে যায়। এক্ষেত্রে নিতাইয়ের বউ অনেকটাই স্রোতের বিপরীত। নিতাই নিজে পড়ালেখা বেশিদূর না করলেও বউটা এনেছে এক্কেবারে হাইক্লাস! শুনেছি মাস্টার্স করা। গরীব ঘরের মেয়ে। তাই..। যাইহোক নিতাই বলে তার যা আয় উন্নতি সব ওই বউয়ের জন্যই; সাক্ষাত লক্ষ্মী! যেখানে হাত দেয় সেটাই সোনা হয়ে যায়।

একদিন তো ইয়ার্কি করতে গিয়ে মহাবিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। সেদিনও নিতাই এমনই কিছু বলছিল; 'তোর বউদির হাতে জাদু আছে জানিস, কয়লাকে কীভাবে সোনা বানাতে হয় সে খুব ভালোভাবে জানে।' আমিও কোনো কিছু চিন্তা না করে হুট করে বলে বসলাম,'তাহলে দু-চারদিনের জন্য আমাকে ধার দিস..'

ব্যাস হয়ে গেল; নিতাই মশাইয়ের সে কী রাগ! গজগজ করে উঠে চলে গেল!

আমিও পিছু ছুটলাম। এত ডাকলাম একবারও পিছনে তাকালো না ব্যাটা! ঘরে গিয়ে সটান দরজা বন্ধ করে দিলো!

আমাদের কাণ্ড দেখে বউদি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার, টম আবার ক্ষেপলো কেনো জেরির উপর?'

আমিও বন্ধ দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে বউদির সামনে গিয়ে একটা বেতের মোড়া টান দিয়ে বসলাম। বউদি তখন সরেস কুমড়ো ডাটা কাটছিল। কিন্তু আমার মাথায় এটা ঢুকছিলো না যে আমি এমন কী বললাম যে সে মুখের ওপর দরজা লাগালো। বউদি তখন আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে বলবে?'

প্রশ্নটা যে আগেও করা হয়েছে কেমন যেন ভুলেই গেছি; মনযোগ তো ছিলো দরজার দিকে তাই হয়তো..; যাকগে আবার পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম, 'তাইতো বুঝতে পারছি না বউদি; কী এমন হলো!'

'আচ্ছা এবার ঝেড়ে কাশোতো..'

'আরে আমি আর নিত্যা পুকুর পাড়ে বসে গল্প করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে সে বলল তুমি নাকি জাদু জানো; কীভাবে কয়লাকে হীরে বানাতে হয় তোমার নাকি বেশ জানা আছে। আর এই শুনে আমি বললাম তাহলে আমাকে দু-চারদিনের জন্য তোমাকে ধার দিতে; ফ্রিতে হীরে পেলে কার না ভালো লাগে বল..; আর এই শুনেই তো বাবু তোমার...' অনেকটা বোকা মানুষের মতোই কথাগুলো বলে গেলাম। আর আমার কথা শুনে বউদি তো হাসিতে গড়াগড়ি দিতে উপক্রম।

' শোনো জয়দা; বন্ধু যতই আপন হোক..বউ কখনো ধার দিবে না..' বলেই আবার অট্টহাসি।

এবার আমার মাথা খেলল। বউদির সামনে খুব লজ্জা পেলাম; ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,'আরে আমি কি সত্যি সত্যি তোমাকে দিতে বলেছি নাকি! তো তো তোমরা না ইয়ার্কিও বোঝ না।'- বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে আসলাম। পিছন থেকে শুনছি বউদি বলছে,'ওগো শুনছো, তুমি চিন্তা করো না ধার দিলেও আমি আর কারো কাছে যাবো না;' আবার হো হো হাসির শব্দ। এরপর বেশকিছুদিন বউদির সামনে যেতে খুব লজ্জা করতো। সেই নিতাই আমার সবচে কাছের বন্ধু। জান-এ-জিগার, মেরে ইয়ার।

প্রতিবারের মতো এবারও ব্যতিক্রম হলোনা। সকাল সকাল এসে হাজির। হাত বাড়িয়ে বন্ধু আমার গলা জড়িয়ে ধরে। প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন কিছু মানুষের আগমন ঘটে যারা রক্তের সম্পর্ককে হার মানিয়ে আপন হয়ে যায়। যাদের স্পর্শ আমাদের জীবনে স্বর্গসুখ এনে দেয়। নিত্যার এই আলিঙ্গনে আমি স্বর্গসুখ অনুভব করলাম। বন্ধনমুক্ত করে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েনে; একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি।'- শুনে আমি একটু কপাল কুঁচকালাম। ওর সাথে বাজারে যাওয়া মানে দুপুরের আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই। জাল দিয়ে মাছ ধরার প্রোগ্রামটা বাদ দিতে হবে। আর ও যেমন নাছোড়বান্দা তাতে ওঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুস্কর। তবুও একটু পোষা বিড়ালের মতো মিউমিউ করে বললাম, 'ভাবছিলাম একটু জাল নিয়ে বের হবো..'

অমনি খাঁখাড়ি দিয়ে বলল, 'তুই তো আর আজই চলে যাচ্ছিস না; মাছ ধরা টরা ওসব হবে পরে..'

বুঝলাম এখন কিছুই হবে না ওকে বলে। অগত্যা ফ্রেশ হয়ে বের হলাম বাজারের উদ্দেশ্যে।

গ্রামটা এখন আর সেই ফেলে আসা পুরনো গ্রাম নেই। সব দিকে উন্নয়নের বাড়তি চোখ রাঙানি। চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মহাসড়ক ছয়লাইনের রাস্তা হওয়ার পর রাউজানের এদিকটার চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের ভাগ্যও বদলেছে অনেক। উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে অনেকে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ বনেছে আবার কেউ হয়েছে পথে ধারে অযাচিত বাড়তে থাকা গুল্মলতা। এই নিয়েই কথা হচ্ছিল নিত্যার সাথে। যাদের ঘরে এক সময় নুন আনতে পান্তা ফুরাতো তাদের অনেকেই এখন বহুতল ভবনের মালিক। ধরাকে সরা জ্ঞান করতেও দ্বিধা করে না ওরা। অথচ এককালের সম্মানিত ব্যাক্তিরাই এখন দিনাতিপাত করতে ধুঁকছে। এই বলতে বলতে আমরা প্রায় রাউজান কলেজের কাছে এসে পৌঁছেছি।

এই কলেজ আমার গর্ব। বিনাজুরী থেকে স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। সুবিশাল মাঠ, সারি সারি নারকেল গাছের ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতো ইংরেজী 'এল' সাইজের কলেজ ভবনটি। মাঠের একপ্রান্তে শহিদ বেদী। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমরা সবাই দল বেঁধে খালি পায়ে ফুল নিয়ে যেতাম। এরপর চলতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবলা বাজাতে পারতাম বলে আমার সে কী কদর ছিলো। স্মৃতিগুলো যেন মুহূর্তেই রঙিন হয়ে উঠলো।

এখন অবশ্য কলেজের নতুন ভবন হয়েছে। বিশাল ভবন! দেখেই বোঝা যাচ্ছে উন্নয়নের জোয়ার এখানেও উপচে পড়েছে। কলেজের প্রধান ফটকও বেশ শৈলীনিপূন। কলেজের সীমা প্রাচীরে দাঁড়িয়ে এক নজরে পুরো কলেজটা দেখে নিলাম। এতশত পরিবর্তনের মধ্যেও সেই কলেজের পুরনো রূপটি চোখের মাঝে ফুটে উঠছে বারবার।

চোখ বুলাতে গিয়ে মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক ট্রাকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। ট্রাকের সামনে খয়েরি কাপড়ের ওপর হলুদ কালিতে লেখা ব্যনার। বড় বড় অক্ষরে লেখা "টিসিবি"। ট্রাকের পেছন দিকে একটা নাতিদীর্ঘ মানুষের সারি। ত্রিশ চল্লিশজন নারী-পুরুষ জটলা করে আছে সেই সারিতে। ট্রাকের ওপর থেকে দুই-তিনজন ছোকড়া কিসব প্যাকেট করছে। আর নিচে জটলার দিকে অনেকটা তাচ্ছিল্যেও মতো ছুঁড়ছে আরেক হাতে টাকা নিচ্ছে। বুঝলাম সরকারি ভুর্তকিতে নিত্য-প্রয়োজনীয় সদাইয়ের বেচা-কেনা হচ্ছে। ঢাকায় এদৃশ্য সচরাচর দেখা যায়। খোদ মতিঝিল ব্যাংক পাড়ায় কয়েকজায়গায় ট্রাকের পিছনে এমন সারি দেখা যায়। গেল মাসে জ্বালানী তেল, ভোজ্য তেল, চাল, ডাল, পেঁয়াজসহ সকল নিত্যদ্রব্যের দাম যে হারে বেড়েছে তাতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন ধারণও কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়েছে। দিনকে দিন ট্রাকের পেছনে মানুষের সারির দৈর্ঘ্য বেড়েই চলেছে।এখন আবার শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। পৃথিবীকে ধ্বংস না করে এরা বোধহয় ক্ষান্ত হবেনা।

লক্ষ্য করলাম ট্রাকের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারী কোলে বাচ্চা নিয়ে প্রশান্তির হাসি হেসে জোরকদমে বের হয়ে আসছে। পরনের শাড়িটা কিছুটা ছেঁড়া; ওতে ভ্রুক্ষেপ করারও সময় নেই হয়তো তার। হাতে পাঁচলিটারের সয়াবিন তেল, আর পলিথিনে ডাল,চিনি। আরও কিছু আছে হয়তো দূর থেকে এর বেশিকিছু বোঝা যায়নি। মহিলার মুখের হাসি দেখে মনে হলো যেন যুদ্ধ জয় করে বাড়ি ফিরছে অথচ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা যে তার মৌলিক অধিকার হয়তো ভুলেই গেছে।

এমন সময় নিত্যা পিঠে টোকা দিয়ে রাস্তার ওপাড়ে একজনকে দেখিয়ে বলল,'দেখতো চিনতে পারিস কি না লোকটাকে..'

আমি কিছুক্ষণ ঠাওর করে দেখে বললাম,'তুতেনখামেন না?'

শুনেই হেসে দিল নিত্যা। তোর মনে আছে তাহলে স্যারের কথা!

'মনে থাকবেনা আবার; এমন পণ্ডিত ব্যাক্তি এখন আর পাওয়া যাবে?'-চোখদুটো কেমন যেন চকচক করে উঠলো আমার।

'হুম তাই; এখন আর এমন মানুষ কই? উনার কথা জানিস তো..'- একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়লো নিত্যার।

নিত্যার দীর্ঘশ্বাস আমাকেও স্বস্তি দিলো না। তুতেনখামেন স্যারের আসল নাম নজরউদ্দিন আলীম। মারাত্মক ইতিহাসবেত্তা। দুনিয়ার সৃষ্টি লগ্ন থেকে সব ইতিহাস তার জানা। স্যারের কাছেই প্রথম শুনেছিলাম মিশরীয় সভ্যতার কথা। সেদিন ক্লাসে ঢুকেই খুব উত্তেজিত ছিলেন স্যার। আজও মনে পড়ে স্যারের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল সেদিন। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা না থাকলেও পৃথিবীর সব রহস্যময় তথ্যগুলো সন্ধান করে বেড়াতেন। আর পরেরদিন ক্লাসে আমাদের জানাতেন। অন্যান্য স্কুলের আমাদের বয়সী ছাত্রদের তুলনায় এসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। আর তা শুধুমাত্র তুতেনখামেন স্যারের কল্যানেই। সেদিন স্যার টেবিলের উপর উঠে বসে বললেন, 'জানো আজ তোমাদের এমন একটা বিষয় জানাবো যা সত্যি সত্যি অনেক বিস্ময়কর।'

স্যারের কথা শুনে আমরাও নড়েচড়ে বসলাম।

স্যার কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবে নীল নদ কোথায়?'

ক্লাস টেনের ছাত্রদের জন্য খুব সাধারণ প্রশ্ন ছিলো। হারিস চট করে বলল, 'স্যার মিশরে, ফেরাউনের লাশ স্যার নীল নদেই পাওয়া গিয়েছিল'।

'গুড! আচ্ছা ফেরাউন সম্পর্কে তো আমরা অনেকেই জানি। ফারাও সম্পর্কে কি কোনো ধারণা আছে কারোর?'

আমরা সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম; অনেকেই গুঞ্জন করছে,'ফারাও কী, খায় না মাথায় দেয়..' শুনে কয়েকজন আবার মুচকি মুচকি হাসছে।
স্যার তখন সবাইকে চুপ করতে বলে বললেন,'ফারাও হলো তৎকালীন মিশরের রাজাদের উপাধি। পৃথিবীতে যত সভ্যজাতি ছিলো তাদের মধ্যে মিশরীয় সভ্যতা অন্যতম। জানো এই সভ্যতা কতো বছর পুরনো?'

'কতো বছর স্যার?'-জনি প্রশ্ন করল।

'প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পুরনো সভ্যতা। তোমরা তো মমি সম্পর্কে জানো। মিশরীয় সভ্যতায় সম্ভ্রান্ত কেউ মারা গেলে তাদের মৃত দেহ মমি বানিয়ে পিরামিডের ভিতর রাখা হতো।'

'জি স্যার; শুনেছি পিরামিডের ভিতর মৃতদেহের সাথে আত্মারাও থাকতো। আর খাওয়ার জন্য তাদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণী দেওয়া হতো।' - আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছেলে আলী কথাগুলো বললে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

'না না আত্মা-ফাত্মা থাকতো না। আসলে এই মমি নিয়ে অনেক ধরনের গল্প সমাজে আছে। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। তোমরা কি জানো এই মিশরীয় সভ্যতার সবচেয়ে ক্ষমতাধর ফারাও কে ছিলেন? তিনি ছিলেন ফারাও তুতেনখামেন! মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি ফারাও হন। ভাবতে পারো নয় বছর বয়সে রাজা হয়েও তিনি ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর!'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'- আমার মধ্যে তখন নতুন কিছু জানার উত্তেজনা;

'তুতেনখামেন ছিলেন ফারাও আখেনাতেনের পুত্র। তুতেনখামেনের বয়স যখন আট তখন প্লেগ রোগে আখেনাতেনসহ পরিবারের অনেকেই মারা গেলে তুতেনখামেন মিশরের নতুন ফারাও হন। অবশ্য সাথে সাথে তাকে ফারাও ঘোষণা করেনি। আখেনাতেনের পর আরও কয়েকজন সাময়িকভাবে ফারাওয়ের দায়িত্ব পালন করেছিল। তবে কী জানো, তুতেনখামেন মাত্র দশ বছর রাজত্ব করার পর ম্যালেরিয়ায় মারা যান..'

'মাত্র উনিশ বছর বয়সে!'- গলার স্বরটা যেন স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরালোই ছিল আসিফের।

সেদিনের পর থেকে নজরউদ্দিন স্যারকে আমরা তুতেনখামেন ডাকতাম। রাস্তার ওপাড়ে যিনি আছেন তার সাথে আমাদের তুতেনখামেন স্যারের রাতদিনের পার্থক্য। স্যার থাকতেন সবসময় পরিপাটি। নামটা যেমন খানদানি তাঁর চালচলনও ছিল খানদানি। অথচ ইতিহাসের সেই পারদর্শী স্যারের মাথায় কি না আজ এলোমেলো, উশকোখুশকো চুল! অনেকটা ঢিলেঢাল প্যান্টটা জোর করে বেল্ট দিয়ে আটকে রেখেছেন পেটের মাঝ বরাবর। সাদা শার্টের রঙ চটে ঘিয়া রঙের হয়েছে। চশমার গ্লাসের ভার নিতেও অপারগ বলে মনে হচ্ছে ক্ষয়ে আসা ডাটদুটোর। ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি শোঁ শোঁ শব্দ তুলে ছুটে চলার মাঝে রাস্তা পার হতে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। তবুও কোনোরকমে পার হয়ে কলেজ গেটের সামনে উপস্থিত হলো; হাতে বাজারের থলি দেখে মনে হচ্ছে টিসিবির সেই ট্রাকই তাঁর গন্তব্য। কিন্তু পা দুটো যেন আগাতেই চাইছে না সেদিকে, কিসের যেন ইতস্ততা! হয়তো ব্যস্ত জীবনে হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মানবোধের।

এতক্ষণ আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুল্মের ন্যায় নুয়ে পড়ার দৃশ্য। হাজার বিস্ময়ভরা প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম নিত্যার দিকে।

'একমাত্র ছেলে কোভিডে মারা যাওয়ার পর সর্বস্বান্ত; ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য জীবনের সব সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছিল। ছেলেটাও বাঁচল না আর পুরো পরিবারের কথা নাই বললাম। আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিছু একটা করতে। স্যার শুনেননি। অযাচিত সাহায্যের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি।'- নিত্যা একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল। হৃদয়ের কোথাও যেন খুব জোরে কেউ আঘাত করছে। চোখের কোণেও শিশির বিন্দুর উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম স্যারের দিকে। পা ধরে প্রণাম করতেই কেমন যেন ভয়ে দূরে সরে গেলেন স্যার। হয়তো অজানা ভয়েই স্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার চল যে এখন নেই বললেই চলে। অথচ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন শেখানো হতো পিতামাতার পর শিক্ষকের স্থান। স্যারের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহসটাও হচ্ছে না। অবনত হয়েই বললাম, 'স্যার আমি জয়ন্ত; চুরাশির ব্যাচ;'

স্যার মাথা নাড়ালেন; চিনতে পারলেন বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ ইতস্তত এদিক ওদিক তাকিয়ে ট্রাকের দিকে আঙুল তাক স্যার বললেন,'ওখান থেকে কিছু চাল ডাল এনে দেবে বাবা?'

স্যারের কথা শুনে টুপ টুপ চোখ দিয়ে জল ঝরছে। নত মস্তকে স্যারের হাতে থাকা ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গেলাম ট্রাকের দিকে। অনেকটা জোর করেই টাকা ক'টা হাতে গুঁজে দিলেন তুতেনখামেন স্যার।

আমার সামনে দুচারজন দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে আছি। দূরে দাঁড়িয়ে আছেন অসহায় নুয়ে পড়া আমার বটবৃক্ষ; তুতেনখামেন স্যার সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমাদের সবার মনের মধ্যে এখন একটাই হতাশার গল্প 'টিসিবি'!

সিনিয়র অফিসার (আইসিটি)
আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

একজন বিবাগী...

টি,আই, এম ফয়সাল

সময় বিকেল ৫.৪৫ মিনিট

গন্তব্য ময়মনসিং-ত্রিশাল-হয়ে ঈশ্বরগঞ্জ এর দিকে।

গতকাল ছিল ঈদ এর ছুটির আগে শেষ অফিস , আজ থেকে টানা বন্ধ শুরু, নিরুদ্দেশের পথে হারাবার যাত্রাও শুরু আমার। যদিও আজকের বিষয়টা একটু ব্যতিক্রম, আজ আমি একজন নিরুদ্দেশ মানুষের খোঁজে যাচ্ছি, সে প্রসঙ্গে আসছি একটু পর।

এই মুহূর্তে রাস্তায় কোনো বাঁক নেই, কার স্টিয়ারিং এ শুধু আলতোভাবে হাত দুটো রাখা, স্পীডমিটারে কাটা ৮০ কি: মি: ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেমে আসছে, যেন কৃষ্ণচূড়া ফুলের কুঁড়ি দিয়ে শৈশবের কাটাকাটি খেলা চলছে, ছাড়িয়ে যাচ্ছে বার বার আবার ফিরে আসছে।

সামনে যতদূর চোখ যায় তাতে দৃষ্টির শেষ সীমায় হলুদাভ দিগন্ত দেখতে পাচ্ছি। কংক্রিটের রাজত্ব করা শহরগুলোতে আজকাল দিগন্ত দেখা যায় না...সামনে হেলে পড়া সূর্যটা আর আমি যেন একসাথে দিগন্ত ছোব আজ।

রাস্তার দুপাশে ঢালু বিস্তৃর্ণ জমিতে বৃষ্টির পানি জমে অনেকটা বিলের আকার ধারণ করেছে। রোদ নেই এখন, গাড়ির এসিটা বন্ধ করে জানালার গ্লাস নামিয়ে দিতেই পড়ন্ত বিকেলের বাতাস চলন্ত গাড়ির খোলা জানালা গলে যাবার সময় চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো, ভালোই লাগছে, নিজেকেও প্রকৃতির অংশ মনে হচ্ছে এখন। আসলে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে নিজেকেও প্রাকৃতিক হতে হয় তা না হলে প্রকৃতি আপন করে নেয় না, আনন্দের ভাগও দেয় না।

বেশ কিছুক্ষন যাবৎ জেমস এর "বিবাগী" গানটা হাই ভলিউমে বিরামহীন বেজে চলছে।

গানটির প্রতিটি শব্দে এক এক যেন একটি মহাকাল লুকানো। চোখের জল আর হৃদয় পোড়া ছাই দিয়ে লেখা সর্বহারা একজন বিবাগীর শেষ চিঠি, একজন জীবন জুয়াড়ির শেষ কথা। অনুভূতি কিছুটা এমন যে সমস্ত অপূর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে আমিত্বের পরিপূর্ণতায় মোনাকাশে রচিত হচ্ছে সীমাহীনতা, যেখানে আমার অনেক আমি, আবার আমার আমিতেই আমি নেই....! জেমসের সাথে আমিও গলা ছেড়ে গাইছি ঃ

"জীবনের কাছ থেকে, লেনদেন বুঝে নিয়ে
প্রেমিকার সবটুকু বিশ্বাস বাজি রেখে
ফিরে যাবে সবহারা একজন আজরাতে
আলো আঁধারের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে যাবে জুয়ার টেবিলে
একজন বিবাগী, একজন বিবাগী.."

এই গানটির সাথে আমার খুব জীবন ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্ক আছে। সত্যি বলতে কি পারিবারিক পরিমন্ডলে ছোটবেলা থেকে আমি কখনোই খুব একটা সামাজিক প্রাণী ছিলাম না। তাই ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রাপ্ত ছুটি গুলো আমার একান্তই অবকাশের উপলক্ষ। দায়িত্ব পালন যেটুকু না করলেই না অতটুকুই করি, আবার মাঝে মাঝে তাও করি না। আমার পরিবার ও আত্মীয়কুল এই বিষয়টির সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বেশ বোঝাতো, তাতে বিশেষ কোনো কাজ হয়না দেখে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। ফলস্বরূপ আমার মিলেছে মুক্তি..!

আসলে আমার মনে হয় মানুষ মাত্রই অবকাশ প্রিয়। রক্তের সম্পর্কের বাইরে দায়িত্ব পালন মানুষ বেশিরভাগ সময়ই ইচ্ছের বিরুদ্ধে করে আর যারা দায়িত্বের জন্য অবকাশ বিসর্জন দেয় তারা আসলে বদনামের ভাগীদার হতে চায় না।

যাইহোক আমাকে নিয়ে বাবা ছিলেন সবচেয়ে হতাশ। মাকে প্রায় বলতেন : কৈ তোমার বিবাগী ছেলে, বাসায় আছে নাকি আবার নিরুদ্দেশ?

আমি বুঝতাম বাবার কষ্ট গুলো। যেকোনো উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার একটা স্বাভাবিক চাওয়া তার সন্তান তার মতো বড় বা তার চেয়েও বড় সরকারি কর্মকর্তা হবে, কিন্তু দূরদূরান্ত পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণই ছিলোনা আমার মধ্যে।

বাবা আজ নেই ..বাবাকে কখনো বলা হয়নি: বাবা তোমাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি, সত্যি বলছি সবচেয়ে বেশী, আর তাইতো তোমার দেয়া নামটা আমার খুব প্রিয়... "বিবাগী "....!

শুরুতে বলছিলাম আমার আজকের যাত্রা পুরোপুরি নিরুদ্দেশে নয়। আজ আমি মাহাবুবকে খুঁজতে যাচ্ছি। মাহাবুবকে আমি প্রায়শই স্বপ্নে দেখি, আগেও দেখতাম কিন্তু ইদানিং দেখার মাত্রা বেড়েছে। কাল রাতেও স্বপ্নে দেখলাম..দেখি ওর মলিন কাপড়ের ব্যাগ থেকে কাগজে মোরা তালের পিঠে বের করে আমাকে দিচ্ছে।

ভালো কথা মাহাবুব সম্পর্কে বলা প্রয়োজন : আমার জীবনের প্রথম বন্ধু ছিল মাহাবুব। আমরা ক্লাস ফোর এ খুলনা জিলা স্কুলে একসাথে পড়তাম। ওদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। শুনেছি ওর বাবা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল এর ট্রাক ড্রাইভার ছিলেন। আমাদের সময় জিলা স্কুলগুলোতে সব শ্রেণীর লোকদের বাচ্চারাই পড়তো। এখনকার মতো এত অপসন ছিল না। জিলা স্কুলগুলোতে নামমাত্র সরকারি বেতন হওয়াতে উচ্চপদস্থ সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা থেকে একদম নিম্নবিত্ত পর্যায় পর্যন্ত সবার সমান সুযোগ ছিল। স্কুলে আমরা দুজন টিফিন পিরিয়ডে টিফিন ভাগাভাগি করে খেতাম। আমার বাসা থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খাবার দিলেও মাহাবুব তালের পিঠেই আনতো সবসময়। ও বলতো ওদের বাড়ির উঠোনে দুটি তাল গাছ, গাছে বাবুই পাখির বাসা। বর্ষাকালে সকাল সকাল গাছের নিচে পাকা তাল পরে থাকে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল ওদের বাড়ি যাবার, পরে আর হয়ে উঠেনি।

একদিন হটাৎ করেই মাহাবুব স্কুল আসা বন্ধ করে দেয়। পরে শুনলাম ওর বাবা ট্রাক একসিডেন্টে মারা গেছেন তাই ওর নানা ওদের নিজের বাড়ি নিয়ে গেছেন। এখনো মনে আছে কেউ বলেছিলো ওর নানা বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

এরপর কেটে গেছে কয়েক যুগ..আমি এখনো মাহাবুবকে স্বপ্নে দেখি, ও স্বপ্নেও আমাকে খুব যত্ন করে তালের পিঠে দেয়, আমার ব্যাগ ওর ব্যাগের পাশে ক্লাস টেবিলে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখে।

একটা প্রাইভেট কার সাইড দিতে গিয়ে ভাবনায় ছেদ পড়লো, ভাবলাম গাড়িটা রাস্তার পাশে থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেই ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা। একটু আশপাশে তাকাতেই নজরে এলো এক কাঁচাপাকা চুলের মধ্য বয়স্ক লোক সাদা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে আমি যেদিক বরাবর যাচ্ছি সেই দিকেই হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখলাম লোকটি লুঙ্গি পায়ের গোড়ালি থেকে বেশ খানিকটা উপরে পড়েছে। সাধারণত গ্রাম্য লোকজন অনেকটা পথ হেঁটে যাবার প্রয়োজনে এভাবে লুঙ্গি পরে থাকে যাতে তাড়াতাড়ি পথ হাঁটা যায় আবার লুঙ্গিও নোংরা কম হয় বৃষ্টি কাঁদায়।

লোকটি পেছন ফিরে তাকাতেই মনে মনে নিজেকে দুষলাম। চাচা ডাকা ভুল হয়েছে বয়স খুব একটা বেশি না, ভাই ডাকলেও হতো। বয়সটা ভাই আর চাচার মাঝামাঝি। এদের নিয়ে বড়োই ঝামেলা, অফিস কলিগ মাহফুজ ভাই এর কথা মনে পড়লো। রাস্তাঘাটে কলেজ গামী মেয়েরা নাকি ওনাকে প্রায়ই চাচা বা আঙ্কেল বলে সম্মোধন করে ঠিকানা বা রাস্তার ডিরেকশান জানতে চায়। বেচারা অবিবাহিত, কষ্ট পান ওই সম্মোধনে এক পাহাড় কষ্ট বুকে ছাইচাপা দিয়ে উনি কলেজগামী মেয়েদের পথের দিশা দেন। ছেলেরাও ওই সম্মোধনে ঠিকানা জানতে চাইলে উনি চুপ থাকেন।

যাই হোক নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঈশ্বরগঞ্জ কতদূর আর ঠিক পথেই আছি কিনা ?

হ...বরাবর যাইবেন। আরো ১২ কি মি, ঠিক দিগেই যাইতাসেন। লোকটি হেসে উত্তর দিলো।

কথা শেষ কিন্তু উনি আমার দিকে তাকিয়ে এখনো হাসছেন, ভাবলাম চাচা বলায় কিনা!

-কিছু বলবেন ?
-একখান কথা জিগাই বাবা ?
-জি অবশ্যই, বলেন কি জানতে চান চাচা ?
-না মানে এইডা কেমুন গোগজ? চক্ষু দেহা যায়..
-ওহ , চাচা এইটা গোগজ বা সানগ্লাস না, এটাকে নাইট ভিশন বলে, রাতে গাড়ি চালাতে কাজ দেয়, ভালো দেখা যায় এই আর কি। আপনি কি ওই দিকে যাবেন ? আমি তো যাচ্ছিই আপনাকে এগিয়ে দেই?

চাচা খুশি মনে আমার গাড়িতে উঠে পড়লেন।

এইমুহূর্তে পাশের সিটে বসে আছেন চাচা , উনার চোখে আমার নাইট ভিশন , কিছুক্ষ পর পর অতি উত্তেজনায় থেকে থেকে বলে উঠছেন : “কি তামশা সব ফক্‌ফকা!”

ওনাকে নামিয়ে দেবার সময় নাইট ভিশনটা ওনাকে গিফট করলাম! চাচার অবাক চোখ দেখে খুব ভালো লাগলো !

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যের একটি হচ্ছে কারো অবাক চোখ দেখা, কেউ কেউ অবশ্য অতি আনন্দে কেঁদে ফেলে ওটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য !

দিনের শেষ আলোটিও বিদায় নিচ্ছে। অদূরেই লোকালয় দৃষ্টিগোচর হলো। রাতের কৃত্তিম আলো জলে উঠলো পরপর কয়েকটা। সম্ভবত ঈশ্বরগঞ্জ বাজার, মিনিট দুইয়েক লাগবে পৌঁছতে। ভাবছি বাজার থেকেই শুরু করবো মাহাবুবের খোঁজ।

তোমাকে যে আমার পেতেই হবে বন্ধু ! দুজন একসাথে বসে কত দিন তালের পিঠে খাইনা !!!

প্রিন্সিপাল অফিসার
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ফটো গ্যালারী

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'২৩ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৩ এ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৌড় প্রতিযোগিতা ২০২৩

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৩ মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ৫০ মিটার ভারসাম্য দৌড়

পরিচালনা পর্ষদ বনাম ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের রশি টানাটানি প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও এর নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ছেলেমেয়েদের 'যেমন খুশি তেমন সাজ' প্রতিযোগিতা ২০২৩